



রমজানের পড়াশুনা পর্ব-৫

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

রমজানের পড়াশুনা

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই সিরিজটি আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা



রমজানের পড়াশুনা

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

আপনি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু আপনার সময় নেই? তাহলে 'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি আপনার জন্য!

বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখার সংকলন নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আমাদের গ্রাহকদের কাছে 'পাঁচ মিনিটের পড়া' পাঠাই।

প্রতিটি লেখা পড়তে ৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না!

রমজানকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে নীচের ৪টি আমরা আমাদের গ্রাহকদের পাঠিয়েছি।

[রমজানের পড়াশুনা পর্ব-১ পাবেন ৭টি লেখার সংগ্রহ। ডাউনলোড করুন](#)

[রমজানের পড়াশুনা পর্ব-২ পাবেন ৭টি লেখার সংগ্রহ। ডাউনলোড করুন](#)

[রমজানের পড়াশুনা' পর্ব-৩ পাবেন ৫টি লেখার সংগ্রহ। ডাউনলোড করুন](#)

[রমজানের পড়াশুনা' পর্ব-৪ পাবেন ৫টি লেখার সংগ্রহ। ডাউনলোড করুন](#)

এই চার পর্বে রয়েছে রমজানের শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত এবং এই পবিত্র মাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিভিন্ন টিপস।

আমাদের ইমেইলগুলো ভাল লাগলে "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংক নীচে দেওয়া হলঃ <https://conta.cc/3L8s>



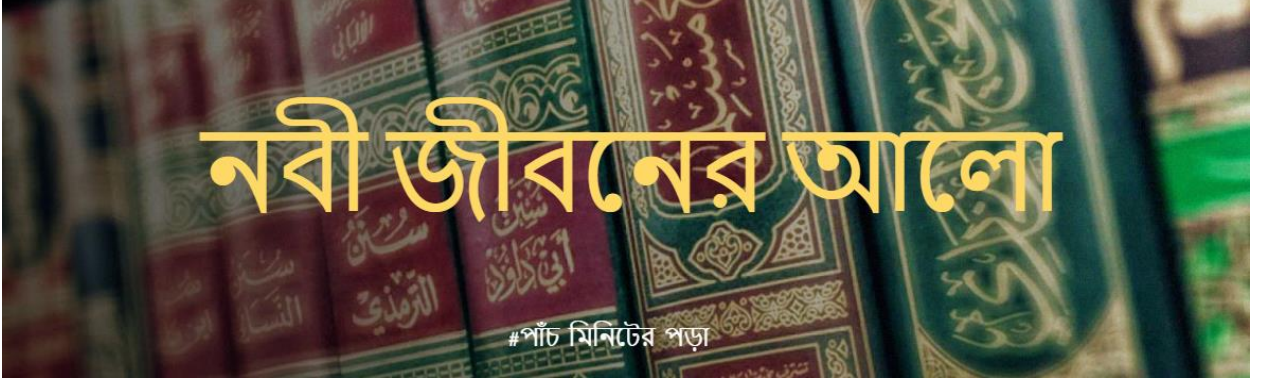
আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সেজন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৫ (আংশিক)

আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রমযান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়াত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রমযানে রোযা রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোযা রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে একথাটি অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, রমযানের রোযাকে কেবলমাত্র তাকওয়ার অনুশীলনই গণ্য করা হয়নি বরং কুরআনের আকারে আল্লাহ যে বিরাট ও মহান নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন রোযাকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। আসলে একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য কোন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি একটিই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সেই নিয়ামতটি দান করা হয়েছিল তাকে পূর্ণ করার জন্য নিজেকে সর্বাঙ্গিকভাবে প্রস্তুত করা। কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালাবো। এই উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরী করার সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে রোযা। কাজেই কুরআন নাযিলের মাসে আমাদের রোযা রাখা কেবল ইবাদাত ও নৈতিক অনুশীলনই নয় বরং এই সঙ্গে কুরআন রূপ নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়।

[তাহফেহীমুল কোরআন](#)



রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া হয়

‘অনেক রোযাদার এমন আছে, যারা নিজেদের রোযা থেকে ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায়না, অনেকে রাতের নামাজ আদায় করে থাকে, কিন্তু তাদের এ নামাজ রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনা’

(দারামীঃ আবু হোরায়রা রাঈআল্লাহু ‘আনহু)

প্রকৃত অর্থে আল্লাহর দেয়া সুযোগ ছাড়া সত্যিই কিছু পাওয়া যায়না, আর যারা চেষ্টা-সাধনা এবং পরিশ্রম করে, এই ‘আল্লাহর দেয়া সুযোগ’ শুধু তাদেরই হস্তগত হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন?

‘আপনি তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আল্লাহ্ আপনার দিকে দু’হাত অগ্রসর হবেন।
আপনি তাঁর দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে আল্লাহ্ আপনার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হবেন।’

(মুসলিমঃ আবু জর্দ রাঈআল্লাহু ‘আনহু)

কিন্তু পিছন দিকে ফিরে, অসচেতন বা বেপরওয়াভাবে আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে বলুন,
কিভাবে আপনাকে আল্লাহ্ সুযোগ সৃষ্টি করে দিবেন?

পুরো রমাদ্বান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, আর আপনার তহবিল শূন্যই থেকে যাবে,
এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি কেউ সৃষ্টি করবেননা।

কিছু করার জন্য ও নিজের ভাগের রহমত লুটে নেয়ার জন্য কোমর কষে নিন এবং নবী
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরের হাদিসের সতর্কবাণীটিকে
ভালোভাবে স্মরণ রাখুন।

মূলঃ খুররম মুরাদ / অনুবাদঃ শেখ জেবুল আমিন দুলাল



পবিত্র মাহে রমজান মুসলমানদের জন্য দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অপূর্ব নেয়ামত। আমলের উৎসবের মাস। দিনভর সিয়াম পালন ও রাতে তারা-সেহরির মাধ্যমে মুসলমানেরা আল্লাহর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আখেরাতের পাথেয়। এ মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিন ভাগে তিন ধরনের গণিমত সংগ্রহের সুযোগ দেন মুসলমানদের।

হজরত সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, রমজান এমন এক মাস, যার শুরুতে রহমত, মাঝে মাগফিরাত এবং শেষে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (ইবনে খুজাইমা : ১৮৮৭)।

অর্থাৎ রমজান মাসের ৩০ দিনের প্রথম ১০ দিন রহমতের, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাতের এবং তৃতীয় ১০ দিন নাজাতের।

মাহে রমজানের দ্বিতীয় দশ দিনকে বলা হয় 'রহমত'। হাদিস বিশারদগণ এই 'রহমত' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মূলত রমজানের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাদের মাঝে রহমত ও দয়া বণ্টন করতে থাকেন। এই মাসে পবিত্র কোরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে। এই মাসে আমাদের প্রকাশ্য দুষ্টমন বিতাড়িত শয়তানকে দয়াময় আল্লাহ লোহার শেকল দ্বারা বন্দি করে রাখেন। এই মাসে জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়। এটা আল্লাহর অফুরন্ত রহমতেরই প্রকাশ।

মাহে রমজানের দ্বিতীয় দশ দিনকে বলা হয় মাগফিরাত। এই দশ দিনে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে ক্ষমা করতে থাকেন। মুমিন বান্দা-বান্দীরা যেভাবেই হোক রবের দরবারে হাত উত্তোলন করে গুনাহ মাফ করেন। এই মাসে মুমিনেরা একাকী নির্জনে তাহাজ্জুদ নামাজে দয়াময় মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গুনাহ মাফের প্রার্থনা করেন। চোখের অশ্রু ফেলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ এই দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন যে, বান্দা তার দুয়ারে হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

রমজানুল মোবারকের শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। মাহে রমজানের শেষ দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন রমজানের বিদায়ের সুর বেজে ওঠে। এ সময় বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিরি মাধ্যমে নাজাত হাসিল করা খুব জরুরি। কেননা জাহান্নাম থেকে নাজাত হাসিল করে জান্নাত লাভ করাই মুমিন জীবনের সফলতা।

নবীজি (সা.) নিজে এ সময় ইবাদত-বন্দেগি বাড়িয়ে দিতেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'যখন রমজানের শেষ দশক আগমন করত, রাসুল (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন (অর্থাৎ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন), নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও রাতে জাগিয়ে দিতেন।' (বুখারি : ১৮৮৪)।

আয়েশা (রা.) আরও বলেন, 'নবীজি (সা.) রমজানের শেষ দশকে যে পরিমাণ ইবাদত বন্দেগি করতেন, তা অন্য সময় করতেন না।' (মুসলিম: ২৮৪৫)

আসুন, আমরা এই পবিত্র মাসের পবিত্রতা রক্ষা করি। প্রতিদিন রোজা রাখার পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তারাবি মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করি। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি। দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তাওফিক দিন।

[শেফায়েত সাকি / শিক্ষার্থী, দুবাই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়](#)

[রমজানের তিন আশরার দোয়া: ডাউনলোড করুন](#)

রমজানের তিন আশরার দোয়া

প্রথম আশরা: রমজানের প্রথম দশ দিন
রহমতের দিনগুলোর দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন।
তুমি সবার থেকে পরম করুণাময়

দ্বিতীয় আশরা: রমজানের দ্বিতীয় দশ দিন
মাগফিরাতের দিনগুলোর দোয়া

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি আল্লাহর কাছে আমার সকল গুনাহের জন্য ক্ষমা
প্রার্থনা করি যিনি আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর
দিকে ফিরে যাই।

তৃতীয় আশরা: রমজানের তৃতীয় দশ দিন
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভের
দিনগুলোর দোয়া

اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ

হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা
করুন!

যে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে রমজানের
রোযা রাখবে এবং আল্লাহর পুরস্কারের
প্রত্যাশী হবে, তার অতীতের সব গুনাহ
ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(বুখারী)

কি সুন্দর সে প্রাপ্তি! রমজানের প্রাপ্তি!

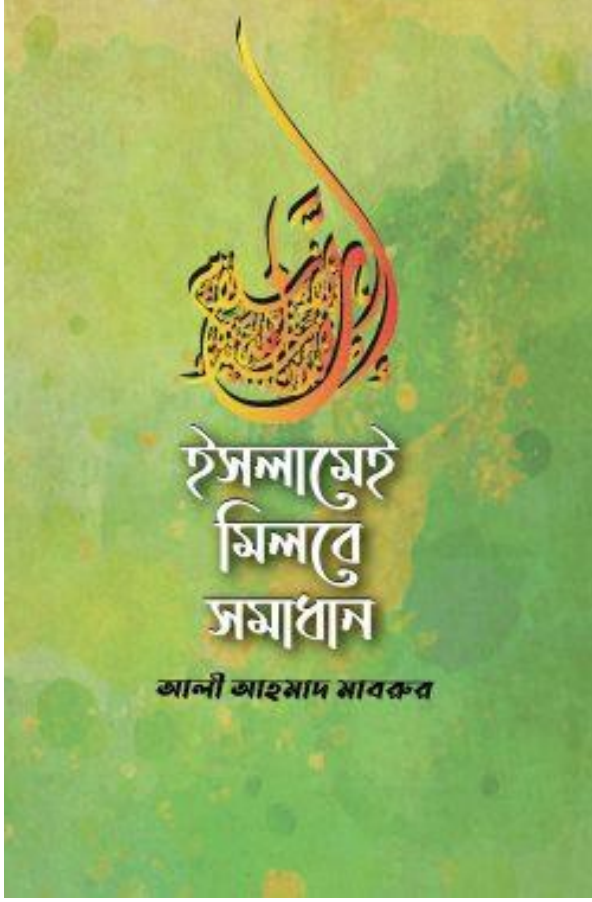
আল্লাহ রহমতের মালিক, এবং সে রহমত অন্য মাসের তুলনায় আমরা রমজানেই বেশী আশা করতে পারি।

রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ দিকে ফিরে আসার এক অপূর্ব সুযোগ। আমরা এখন আমাদের জীবনের যে সময় পারি দিচ্ছি তা কোন না কোন ভাবে আমাদের নিজের কর্মের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা যে মাঝেমধ্যে নিজেকে অপরাধি ভেবে অপমান বোধ করি, অথবা নিরাশ হয়ে পড়ি, সেটা তো আমাদের নিজস্ব পাপ যা আমাদেরকে হতাশ করে দেয়। শুধুমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে আশার আলো দেখাতে পারেন। ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলে, অথবা আমরা হারাম (নিষিদ্ধ) থেকে বারবার দূরে থাকার পথ খুঁজে না পেলে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্কটা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমাদেরকে যে কোন অবস্থায় নিরাশ হওয়া যাবে না। কখনই ভাবা ঠিক হবে না যে এই দুনিয়ার সফলতা, ব্যর্থতা, পাওয়া, না পাওয়া, কিছু ঘটুকিংবা না ঘটুক সবই আল্লাহর হুকুম বা অনুমতি ছাড়া হয়। আমাদের জীবনের উত্থান-পতন, বিশ্ব এবং মানবতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক- এ সবই তো আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের উপর নির্ভর।

সাধারণ মানুষের মত আল্লাহ তো কোন 'অসন্তোষ' কিংবা 'ক্ষোভ' মনের মাঝে সব সময় ধরে রাখেন না। একবার ভাবুন তো আপনাকে একটা পরিষ্কার স্নেট দেওয়া হলো। একবার ভাবুন তো অতীতের যে সব গুনাহর জন্য আপনি সব সময় অন্তরে কষ্ট পাচ্ছেন- সে সব কিছুই মুছে ফেলা হয়েছে। কি সুন্দর সে প্রাপ্তি! এই হলো রমজানের প্রাপ্তি!

"Reclaim Your Heart" - Yasmin Mogahed / <https://goo.gl/JGceh1>



তাকওয়া কী?

আল্লাহ পাক আল কুরআনে
ইরশাদ করেছেন,

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের
উপর রোযা ফরজ করা
হয়েছে, যে রূপ ফরজ করা
হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী
লোকদের উপর, যেন তোমরা
তাকওয়া অর্জন করতে পার।’

সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩

হজরত আলী রা. তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, তাকওয়া হলো ৪টি বিষয়ের সমন্বয়। এগুলো হলো আল্লাহকে ভয় করা, জানার পাশাপাশি আমল করা, অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

তাকওয়ার আরেকটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের রা. একটি ঘটনা থেকে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একবার উবাই ইবনে কা’ বকে রা. প্রশ্ন করেন, ‘তাকওয়া কী?’ উত্তরে উবাই ইবনুল কাব রা. পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কোনো দিন কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলার সুযোগ ঘটেছে কি?’ খলিফা উমর রা. বলেন, ‘হ্যাঁ।’

তখন উবাই রা. বললেন, ‘সেখানে আপনি কী করেন?’ উমর রা. বললেন, ‘কাপড় ও শরীরকে কাঁটা হতে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি।’ তখন উবাই রা. বললেন, ‘তাকওয়াও ঐ রকমই। সব ধরনের পাপাচার থেকে, সব ধরনের হারাম পথ ও কৌশল থেকে নিজেকে রক্ষা করার নামই হলো তাকওয়া।’

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মুআমালাতের ক্ষেত্রেও তাকওয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে এখানে, (এ কথা বলে) তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন। কোনো মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। (তিরমিজি)

তথ্যসূত্র: ইসলামেই মিলবে সমাধান / আলী আহমাদ মাবরুফ / প্রকাশনায়: The Pathfinder Publications